দৈনিক ইত্তেফাক

৮৮

তারিখ ... ০৪ MAY 199৫
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিনেটের তলবী সভা ২৮শে মে পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ কোন প্রকার সিদ্ধান্ত ছাড়াই গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের তলবী সভা পুনরায় ২৮শে মে পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণের বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠনের দাবীতে সংখ্যা গরিষ্ঠ সিনেট সদস্য রাত সোয়া ৮টায় সভাকক্ষ হইতে ওয়াক আউট করিলে সিনেট সভাপতি ও ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ সভা মুলতবী ঘোষণা করেন। এদিকে ভিসি গত সোমবার সিনেটের সভায় পদত্যাগের ঘোষণা দিলেও ঐ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত জানান নাই। গতকাল তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "বিষয়টি থাকুক। আমি এই বিষয়ে কিছু বলিতে চাহিতেছি না।"

অনিয়ম দুর্নীতির সংক্রান্ত (১১শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃঃ পর)

সিনেট সদস্যদের আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের জন্য সিনেটে কমিটি গঠন করা যাইবে কি না সে ব্যাপারে এটর্নী জেনারেলের মতামত গ্রহণ করিবেন বলিয়া ভিসি জানান। সিনেটে গতকাল ভিসিসহ উপস্থিত ৬৪ জন সদস্যের মধ্যে 'নীল' দলের ৩৯ জন সিনেট সদস্য ওয়াক আউট করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া সাংবাদিকদের বলেন, 'ভিসি স্বৈরাচারী মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। দুর্নীতিতে ভিসির নামও জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। 'নীল' দলের সিনেট সদস্যরা গত ৫ বছর প্রশাসনের দুর্নীতির দলিলপত্র গায়েব করা হইতে পারে এই আশংকা ব্যক্ত করেন। তাহারা অবিলম্বে ভিসির পদত্যাগ দাবী করিয়া বলেন, তিনি কালক্ষেপণ ও টালবাহানা করার জন্য পদত্যাগের ঘোষণা দিয়াছিলেন। এই সময় ভিসি রেজিষ্ট্রার বিল্ডিং-এ তাহার অফিস কক্ষে সাংবাদিকদের বলেন, "তাহারা সুনির্দিষ্ট কোন দুর্নীতি বা অনিয়মের অভিযোগ আনিতে পারে নাই। নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ ছাড়া সিনেটে তদন্ত কমিটি গঠিত হইতে পারে না। তিনি বলেন, আমি রুলিং দিয়া পরিবেশ নষ্ট করিতে চাহি নাই। ভিসি এই বিষয়টি আগামী ১৫ই মে অনুষ্ঠিতব্য সিণ্ডিকেটে উত্থাপন করিবেন।

গতকাল বিকাল সোয়া ৫ টায় সিনেটের মুলতবী সভা শুরুর পর ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ তাঁহার ভাষণে বলেন, আমি ল' রিটেনারের কাছে জানিয়াছি সিনেটের সভায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ব্যাপারে যে অভিযোগ আনা হইয়াছে, উহা তদন্তের জন্য সিনেটে কমিটি গঠন করা আইনসিদ্ধ নয়। ইহার পর সিনেট সদস্য এডভোকেট সৈয়দ আহমদ বলেন, রেগুলেশনের ৫৬, ৫৭ ও ৫৮ ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ রহিয়াছে সিনেট কমিটি করিতে পারে। কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। এডভোকেট ওজায়ের ফারুক বলেন, রিটেইনার যাহা বলিবে উহাই ফাইনাল নহে। ডঃ আজাদ চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযোগ নিয়া তদন্ত কমিটি হইলে ক্ষতি কি? এই পর্যায়ে ভিসি বলেন, আমি আমার মেয়ে ও জামাতার ক্ষেত্রে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত করার জন্য কমিটি গঠন করিতে দ্বিমত পোষণ করিতেছি না। সৈয়দ আহমদ, আজাদ চৌধুরী এই সময় বলেন, আমরা এককভাবে কাহারও নামে অভিযোগ করি নাই। প্রশাসনের সার্বিক বিষয়ে তদন্ত করিতে হইবে। এই সময় 'সাদা' ও 'নীল' দলের সদস্যদের মধ্যে প্রচণ্ড হৈ-চৈ-হট্টগোল শুরু হয়। ভিসি বলেন, আমি রুলিং দিয়া খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে চাই না। ৬টা ৪৫ মিনিটে মাগরিবের নামাজের বিরতি দেওয়া হয়। সাড়ে ৭টায় পুনরায় সভা শুরু হইলে ভিসি বলেন, ১৫ দিনের জন্য আমি সময় চাহিতেছি।

আমি এটর্নী জেনারেলের কাছে এ বিষয়ে মতামত নিয়া আপনাদের জানাইবো। সৈয়দ আহমদ বলেন, দেশবাসী জানিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি হইতেছে। এ বিষয়ে কমিটি গঠন না করিয়া সভা মুলতবী করা যায় না। ভিসি বলেন, কয়েকটি দিন দুর্নীতির কথা সহ্য করিয়া থাকুন। আমাকে কয়েকটি দিনের দিন ছিল। এই সময় সৈয়দ আহমদ তাহাদের দাবীর পক্ষে ওয়াক আউটের ঘোষণা দিয়া সভা কক্ষ ত্যাগ করেন। সাদা দলের সদস্যরা এই সময় কক্ষে ছিলেন। সভায় গতকাল বক্তব্য রাখেন ডঃ আবদুল মান্নান চৌধুরী, ম, আক্তারুজ্জামান, ডঃ জেড, এন, তাহমিদা বেগম, সৈয়দ রেজাউর রহমান, হাবিবুর রহমান খান, আঃ সালাম তালুকদার, মোশাররফ হোসেন ইসমাত কাদির গামা অহিদুজ্জামান চান, কাজী আকরাম আহমদ, মাহফুজা খানম, ডঃ সাদউদ্দিন, সভার এক পর্যায়ে ডাকসু মনোনীত সদস্য মোশাররফ হোসেন বলেন, জগন্নাথ হলে কোন দেবদেবীর মূর্তি পুলিশ ভাংচুর করে নাই। ইসমাত কাদির গামা ইহার প্রতিবাদে বলেন, জগন্নাথ হলে পুলিশী হামলার পরদিন আমি হল পরিদর্শন করিয়া দেবদেবীর ভাঙ্গা মূর্তি দেখিয়াছি। এই ঘটনা বিএনপি সরকারের পুলিশ ও মস্তান বাহিনী করিয়াছে। ইহার পর সভায় হৈ-চৈ হট্টগোল হয়।